দৈনিক
আমাদেরসময়

তারিখ ..20 NOV 2017...
পৃষ্ঠা ...৪... কলাম ...১...

আমাদেরসময়
সোমবার ২০ নভেম্বর ২০১৭
৬ অগ্রহায়ণ ১৪২৪

■ প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা

পরীক্ষার আগে শিক্ষার মান বাড়াতে হবে

গতকাল থেকে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা শুরু হয়েছে। এ বছর সারা দেশে প্রাথমিক ও এবতেদায়ি মিলে প্রায় ৩১ লাখ শিক্ষার্থী পরীক্ষা দিচ্ছে। আমাদের দেশে উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে প্রায় উৎসবমুখর পরিবেশে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু এ পরীক্ষা কি প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনে সহায়ক হচ্ছে? এ নিয়ে বিশেষজ্ঞদের অভিমত কিন্তু ভিন্ন। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় বলা হয় নিচের স্তরে পরীক্ষার বাধা থাকা শিক্ষার অনুকূল হয়। ফিনল্যান্ড বর্তমান বিশ্বে স্কুল শিক্ষার মানের দিক থেকে সবার ওপরে রয়েছে। সে দেশে স্কুল পর্যায়ে আনুষ্ঠানিক কোনো পাবলিক পরীক্ষাই নেওয়া হয় না। তবে প্রত্যেক স্কুল নিজস্ব ব্যবস্থায় ছাত্রদের অর্জিত জ্ঞানের মান নির্ণয় করে থাকে। দেখা যাচ্ছে, অধিকাংশ উন্নত দেশে অন্তত প্রাথমিক পর্যন্ত ছাত্রদের পাবলিক পরীক্ষায় বসতে হয় না, স্কুলেও কোনো পরীক্ষা হয় না, তবে ছাত্রদের নিয়মিত মূল্যায়ন করা হয়।

> সরকার প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা থেকে সরে এসে এ স্তরের শিক্ষাকে নিত্যদিনের জন্য উৎসবমুখর ও আনন্দদায়ক করার দিকেই মনোযোগ দেবে। তাতেই শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য সফল হবে

আমাদের দেশে স্কুল পর্যায়ে ছাত্রদের তিনটি পাবলিক পরীক্ষায় বসতে হচ্ছে– পিইসি, জেএসসি ও এসএসসি। তাতে বিপুল ছাত্র জিপিএ-৫ পেয়ে উত্তীর্ণও হচ্ছে। কিন্তু সরকারি জরিপেই দেখা যাচ্ছে, প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের শতকরা ২৫ ভাগ মাত্র তাদের নির্দিষ্ট মান অর্জন করতে পারে। বাকি ৭৫ ভাগ যে কেবল ইংরেজি ও গণিতেই দুর্বল থেকে যাচ্ছে তা নয়, তারা মাতৃভাষা বাংলা বা সমাজের মতো বিষয়েও দুর্বলতা নিয়ে প্রাথমিকে 'কৃতিত্বপূর্ণ' ফল করছে।

এমনিতেই আমাদের দেশে যোগ্য ও মেধাবী শিক্ষকের অভাব রয়েছে। ছাত্র-শিক্ষক অনুপাতও আদর্শ অবস্থা থেকে অনেক পিছিয়ে। শিক্ষার আনুষঙ্গিক অন্য সুযোগ-সুবিধারও বিস্তর অভাব রয়েছে। বেশিরভাগ স্কুলে লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরি নেই, প্রয়োজনীয় শিক্ষক নেই। ফলে ছাত্রদের ঠিকমতো শিক্ষা কার্যক্রম অধিকাংশ স্কুলে চলছে না। সক্ষম বা সচ্ছল পিতা-মাতারা সরকারি প্রাথমিক স্কুলের ওপর আস্থা হারিয়েছেন, আবার উপযুক্ত প্রস্তুতি ও জ্ঞান ছাড়াই অনেকে ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি থেকে চাহিদা পূরণে খেয়ালখুশিমতো কেজি স্কুল প্রতিষ্ঠা করছেন। এভাবে শিক্ষায় জগাখিচুড়ি অবস্থা তৈরি হয়েছে। এ পর্যায়ে তিন ধারার শিক্ষা– বাংলা মাধ্যম, ইংরেজি মাধ্যম, মাদ্রাসা– কাম্য নয়। তদুপরি শৈশব থেকে কেবল পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিতে নিতে ছাত্ররা শিক্ষার্থী সত্তা হারিয়ে পরীক্ষার্থীতে পরিণত হচ্ছে। আজ স্কুলের চেয়ে কোচিং সেন্টার, শিক্ষার চেয়ে টিউটর, পাঠ্যবইয়ের চেয়ে নোটবই বা প্রশ্নের উত্তর, শিক্ষার চেয়ে পরীক্ষা বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এতে শিক্ষার আসল লক্ষ্য পূরণ ব্যাহত হচ্ছে।

আমরা আশা করব সরকার প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা থেকে সরে এসে এ স্তরের শিক্ষাকে নিত্যদিনের জন্য উৎসবমুখর ও আনন্দদায়ক করার দিকেই মনোযোগ দেবে। তাতেই শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য সফল হবে।